শ্রীশ্রীহরি সহায়

টুসু সঙ্গীত

সন ১৩৮২ সাল

কবি—শ্রীভবতারণ রাজোয়াড়

প্রকাশক—শ্রী অকুল চন্দ্র রাজোয়াড়

শ্রী আনন্দমোহন রাজোয়াড়

শ্রীরাম রাজোয়াড় (পুস্তক বিক্রেতা)

বাণ্ডকর—শ্রীভৈরব চন্দ্র রাজোয়াড়

,, কেশবচন্দ্র রাজোয়াড়

সংশোধনকারী—শ্রীরাম সিং সর্দ্দার

,, সুবোধ সিং সর্দ্দার

সহযোগিতায়—শ্রীনেপালচন্দ্র রাজোয়াড়

,, হরতন রাজোয়াড়

,, সুখেন চন্দ্র রাজোয়াড়

,, ভীষ্মনাথ রাজোয়াড়

,, শ্যাম সিং সর্দ্দার

গ্রাম ও পোষ্ট—সিরকাবাদ, থানা—আড়ষা

জেলা—পুরুলিয়া (পঃ বঃ)

মূল্য ৩০ পয়সা

শ্রীশ্রীহরি সহায়

টুসু সঙ্গীত

।। গণেশ বন্দনা ।।

রং বন্দি তোমায় ওহে গজানন।
তোমার অঙ্গ সিঁন্দুর বরণ ।।

১। সিঁন্দুর বরণ অঙ্গ, মুষিকেতে আগমন।
চারি ভুজ অস্ত্র ধরি; তুমি দুর্গার প্রাণধন ।।
২। সর্ব অগ্রে পুজি আমরা, তোমার ঐ রাঙ্গা চরণ।
তারপরে করি পুজা সর্ব্ব দেবতার চরণ ।।
৩। সংসারের সার তুমি, জানে হে সর্ব্বজন।
অধম অজ্ঞান ভবা, না পুজে তোমার চরণ ।।

কবিদের পরিচয়

রং আমরা কবি করি নিবেদন।
বইটি পড়ে দেখ রসিকজন ।।

১। ভুলভ্রান্তি থাকে যদি, ক্ষমা কর রসিকজন।
আমরা অতি মুঢ়মতি, আমরা অতি অকিঞ্চন ।।
২। আনন্দ হরতন নেপাল, আকুলা ভবতারণ।
রামসিং, সুবদা আর আছে, আছে হে ভাই
কয়েকজন ।।

৩। সংশোধন করেন শ্রীরাম আর আকুলা একজন।
দীনহীন ভবা ভনে লিখেছি ভাই এই কয়জন ॥

৩। রামের অধিবাস সংক্ষেপে

রং দশরথ করেছে মনন।
এবার রামে দিব সিংহাসন ॥

১। রামচন্দ্রে রাজা করব, বিচারিল সর্বজন।
রাজ্যের লোকে শুনে হল, অতি আনন্দিত মন ॥

২। এই কথা শুনে লোকের, অতি হরষিত মন।
ঘরে ঘরে বাজনা বাজে, নাচে আর কতজন ॥

৩। সুদিন দেখে রাজা করব, বিচারিল সাধু জন।
সাজশয্যা দেখে ভবা, অতি আনন্দিত মন ॥

৪। কুব্জির মন্ত্রণা সংক্ষেপে

রং কৈকেয়ী মন্থরার কারণে।
শ্রীরাম চৌদ্দ বৎসর যায় বনে।

১। অসরানী কি শুনেছিস, শুনালো আমার কানে।
রাম রাজা হবে বলে, জানেন সর্বজনে ॥

২। আইস রানী শুন লো কাছে, আছে কি লো তোর মনে
দুটি বর পাবি যে লো, শুনাবি রাজার কানে ॥

৩। বর লিব বলে তুই লো থাকবি লো অভিমানে।
সাজসজ্জা খুলে ফেলবি, ভালবি না রাজার প্রাণে ॥

৪। রাজা কি বলিবে তোরে, শুনবি লো নিজের কানে।
দীনহীন ভবা ভনে, তাই ভাবে মনে মনে ।।

৫। কৈকেয়ীর মনবাসনা সংক্ষেপে

রং রামকে রাজা হতে দিব না।
আমার এইতো মনের বাসনা ।।

১। একটি বরে ভরত রাজা আমার মনের বাসনা।
একটি বরে রাম বনবাস কারো মানা শুনবো না।।

২। শুনে কুব্জি আনন্দিত মৃদু হাসে আটখানা।
রাজার কাছে কৈল কুব্জি ইটা উচিত হল না ।।

৩। শুনে রাজা চিন্তাই পাগল প্রাণে ধৈর্য্য ধরে না।
শুনে দীন ভবাই বলে এ জীবন আর রাখব না ।।

৬। রামের বনগমন সংক্ষেপে

রং পিতৃসত্য পালিবারে রাম
যুগে যুগে রহে গেল নাম ।।

১। সব সমাচার শুনে, অতি হরষিত রাম।
বেশভুষা ত্যাগ করি; বাপেরে করে প্রণাম ।।

২। বাবার কাছে বিদাই লইয়া, মায়ের চরণে প্রণাম।
কোন কিছু না বল মা, এই তো রামের শ্রেষ্ঠ কাম।

৩। সঙ্গে সীতা অনুজ লক্ষ্মণ; দক্ষিণ মুখে চলে রাম।
হেন ভবতারণ বলে, এ জীবনে কিবা কাম।।

৭। দশরথের মৃত্যু সংক্ষেপে

রং পুত্রশোকে পাগল হইল।
রাজার অকারণে প্রাণ গেল ।

১। রাম বনবাসে গেল, রাজার মৃত্যু হইল।
অন্ধ মুনির অভিশাপে, পুত্রশোকে প্রাণ গেল ।।

২। অযোধ্যার ঘরে ঘরে, হট্টগোল উঠে গেল।
দশরথের মৃত্যু শুনে, সকলে হাই করিল ।।

৩। দেশে পাঠাইল দূত, ভরতেরে আনিল।
রামকে ঘুরাইতে ভরত, সঙ্গে ভবা চলিল ।।

৮। রামকে ঘুরাইতে ভরতের অনুরোধ সংক্ষেপে

রং শুন প্রভু আমার বচন।
অহে তুমি আমার প্রাণধন ।

১। চল প্রভু ঘরে চল, সীতা অনুজ লক্ষ্মণ।
তোমা বিনে আমি প্রভু, নাহি জানি অন্য জন ।।

২। মায়ের দোষ ক্ষমা, কর অহে প্রভু নারায়ণ।
তুমি বিনা রাজ্য, চালাইবে, এমন কোনো জন ।।

৩। তুমি রাম নারায়ণ, তুমি হে সবার জীবন।
দীন্ ভবার জীবন গেলে, ছাড়বে না তোমায় চরণ ।।

৯। ভরতের প্রতি রামের সান্ত্বনা সংক্ষেপে

রং আমার কথা শুনরে যাদু ধন।
আমি যাব নারে আর এখন।।

১। পিতৃসত্য পালিবারে আমি আসিয়াছি বন।
সঙ্গে সীতা সতি আমার; ভাইরে অনুজ লক্ষ্মণ।।

২। ভরত তকে জানি আমি; তুমি আমার প্রাণধন।
সিংগাসনে বসবি যারে করবি রে রাজ্য শাসন।।

৩। ঘরে ফিরে না যাইব, রাখব না আর এ জীবন।
হেন ভরতারণ বলে তার আগে আমার মরণ।।

১০। রামের বনে বাস সংক্ষেপে

রং পঞ্চবটি শূন্য কাননে।
শ্রীরাম রাখল সীতা লক্ষণে।।

১। কাননেতে সীতারাম, থাকে অতি সাবধানে।
কাঠ পাত আনি তারা, ঘর বানাল লক্ষ্মণে।।

২। ফল মুল আনি তারা, ভাগ করে খায় যতনে।
অতি আনন্দিত তারা ঘুরে হে বনে বনে।।

৩। যদি তারা দুই ভাই, ভুল করে যায় হে বনে।
সতি সীতা মাকে রাখা করে ভরতারণে।।

১১। সীতাহরণ সংক্ষেপে

রং পঞ্চবটী শূন্য কাননে।
সীতা হরে নিল রাবণে।।

১। মায়ামৃগ ছলিবারে, পাঠাইল রাবণে।
মায়া করি মারিচেরে, লেগল শ্রীরাম লক্ষ্মণে।।

২। হেনকালে যুগির বেশে, রাবণ আইল সেই বনে।
চিনিতে না পারে সীতা, দুষ্ট দুর্জয় রাবণে।।

৩। ভিক্ষা দে মা বলে রাবণ, ডাকে হে ঘনে ঘনে।
ফল মূল কিছু লইয়া. গেল যুগির সামনে।।

৪। সামনে পেয়ে সীতাসতি, ধরিল হে রাবণে।
অভাগা তারন ভবা, ছিল নারে সেইদিনে।।

১২। কবির পরিচয়

রং বইটি কিনে লিহ না রে ভাই।
বকা ভবাই কিছু জানে নাই।

১। দীনহীন ভবতারণ কোন কিছু জানে নাই।
বুদ্ধি বিদ্যা থাকলে ভবা ঘরজামায়া থাকত নাই।

২। হেঁসলা গ্রামের বটে ভবা শিরকাবাদে থাকে ভাই।
ডেলি মজুর খাটে বাচে তবে টুকু খাতে পাই।

৩। গরীব ঘরের ছেলা বটে লেখা পড়া শিখে নাই
অতি দীন ভবতারণ লোকের ঘরে খাটে ভ ই।

১৩ রং শ্যাম বিনে মন মানে না।
শ্যামকে পাব কোথায় বল না।

১। শ্যামের কথা ভাবে ভাবে, হলাম লো দিনে কানা।
অলিতে গে না বলে কোথায় শ্যামের ঠিকানা।

২। যদি ফিরে আস ঘরে, কাল রূপ আর হেরব না।
নিশ্চয় মরিব সখি, এ জীবন আর রাখব না।

৩। শ্যামকে কত ভালবাসি, তবু আমার হল না।
অধম অজ্ঞান ভবা জানে তার ছলনা।

১৪ রং শিশুকালে পিরিত শিখালি।
বন্ধু আজ কেনে ভুলে দিলি।

১। কত ছলে ভুলাইলে, প্রেমের মালা পরালি।
এমন হবে বলে তুমি, আমি না জানি ছিলি।

২। আমি যে অবলা নারী, পিরিত না জানে ছিলি।
তুমি বন্ধু হাসে খেলে, আমাকে পিরিত শিখালি।

৩। এমন হবে বলে বন্ধু, আমি না জানে ছিলি।
অবশেষে ওরে ভবা, আমার কুলে দাগ দিলি।

১৫ রং অল ধনী তোমার পিরিতি।
আমি নারি ধৈর্য্য ধরিতে।

১। তোর পিরিতির এমনি রীতি, আমি বুঝেছিল মনেতে
তোমার সঙ্গে পিরিত করে, নারি ঘরে থাকিতে।

২। অল ধনী দেনা বলে, কি আছে তোর পিরিতে।
গুমুরে গুমুরে মরি, তোরে না পাই যদি দেখিতে।

৪। প্রথম পিরিতির কালে, না ভাবিলাম মনেতে।
অজ্ঞান অধম ভবা, চেতন পাইল শেষেতে।

১৬ রং বন্ধু তোমার ঢঙ দেখে মরি।
আমি লিব হে গলে ছুরি।

১। আঁকাবাঁকা কোমর বাঁকা, তাই চলে ধীরি ধীরি।
কত ছলে ভুলাইলে. কাপড়ের আঁচল ধরি।

২। তুমি বন্ধু বলে ছিলে. দিব পায়ের নেপুরী।
কোন জিনিষ খুঁজতে গেলে কর হে মারামারি।

৩। শুন অহে শ্যাম বন্ধু, কর না মারামারি।
তোমার সঙ্গে ঘর করিতে, ভবা হল ঝকমারী।

১৭ রং কলিযুগে মদ হলো সুধা
এই মদ খালে মিটাই হে ক্ষুধা।

১। একটি বতল মদ নিলে, জল মিশাছে তার আধা।
আরাম করে খাচ্ছে কত, আমার গ্রামের সব দাদা।

২। শুধু মদটি খাতে গেলে, পাই না রে কোন মজা।
মদ খাতে গেলে পরে, চাইরে কিছু বুট ভাজা।

৩। মদটি খালে পরে তারা, বুঝে রে ভাই খুব মজা।
বাঁকা পথে গেলে ভবা, দেখতে পাইরে খুব মজা।

১৮ রং পরিবার পরিকল্পনাই।
তোরা ছুটে আইরে গ্রামীন ভাই।

১। অজন্মা হয়েছে দেখ, আমাদের এ ধরাই।
ভেবেচিন্তে দেখ সবে, অরে তরা গ্রামীন ভাই।

২। একটির পরে দুটি হলে আরত করা চলে নাই।
বুঝাবুঝি করে তরা চলে যারে কল্পনা

৩। অসুবিধা হলে কিছু দেখাবে ডাক্তারখানাই।
ওষধপত্র সবই দিবে, দেখবে কেবল সারজে নাই।

৪। গ্রামে গ্রামে ডাক্তার যাবে শুধাইবে সব জানাই।
হেন ভবতারণ বলে, ভয়ের কোন কারণ নাই।

বর্ত্তমান যুগের মানুষের কর্ম্ম

১৯। রং কলিযুগের রঙ্গ দেখ ভাই।
দেখে আমার মনে দুঃখ পাই।

১। কলি যুগে বেটা বিটি মানুষ করা হল দাই
বিটি যাবে শ্বশুরবাড়ী বেটাই ভিক্ষু করে খাই।
২। বয়েস হল আশি বৎসর এখন কি করি উপায়।
জমিজমা আছে কিছু বেটায় বলে ভাগ চাই।
৩। আমরা দুজন বুড়াবুড়ি কি করে জীবন বাঁচাই।
বেটার ঘরকে খাতে গেলে বৌয়ে গালি দেইরে ভাই
৪। কলিযুগে সাধু যারা অনেক সুখে আছে ভাই।
দীনহীন ভব বলে, কিসে গুরুর চরণ পাই।

২০। রং বৌকে কিছু বল নারে ভাই।
বৌ একটু কথায় রাগায় যাই।

১। কলিযুগে বৌ বিটিকে কোন কিছু বলা দাই।
বৌ বলে বেটার কাছে তোর ঘরে আর থাকব নাই।
২। বৌয়ের লাগে সায়া শাড়ী, মায়ের লাগে কিছুই নাই।
সকালে বিকালে বৌয়ে; হেমানী পাউডার লাগাই।
৩। সকাল ছটায় ঘুমাই উঠে, হাতে তামাক বাঁধে যাই।
হেন ভবতারণ বলে, বৌয়ের সঙ্গে পারা দাই॥

২১। বৎ বৌটি আমার ঝুঁন পুকির পারা
যেমন দেখাই আকাশের তারা ॥

১। বৌটি আমার কি সুন্দর, দেখিতে আমের পারা।
কোন কিছু বলবি তরা, মার দিব হে আধমরা ॥

২। কত ভাগো বৌ জুটেছে, পূর্ণিমা চাঁদের পারা।
বৌয়ের রূপে পাগল আমি, হয়েছি ক্ষেপার পারা ॥

৩। বৌয়ের ভাবন ভাবতে ভাবতে, হলেম আমি আধমরা
দীনহীন ভব বলে, ঝকমারি ভাই বৌ করা ॥

পুরুলিয়া প্রেস, পুরুলিয়া